নিউ থিয়েটার্সের চিত্র-নিবেদন —
পরাজয়
22-3-40
শ্রী আশু —
THE NEW THEATRES LIMITED

পরাজয়

নিউ থিয়েটার্সের

নব-নিবেদন

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্ঃ কলিকাতা

চিত্র পরিবেশক

—কাপূরচাঁদ লিমিটেড্—

পরাজয়

পরিচালক	...	হেমচন্দ্র চন্দ্র
সুর-শিল্পী	...	রাই বড়াল
কাহিনী	...	রণজিৎ সেন
সংলাপ	...	বিনয় চট্টোপাধ্যায়
আলোক-চিত্র-শিল্পী	...	ইউসুফ মুলজী
শব্দ-যন্ত্রী	...	বাণী দত্ত
চিত্র-সম্পাদক	...	সুবোধ মিত্র
রসায়নাগারিক	...	সুবোধ গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক	...	জলু বড়াল
শিল্প-নির্দ্দেশক		অর্জ্জুন রায়, সৌরেন সেন
কর্ম্ম-সচিব	...	পি, এন্, রায়

গীতকার : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং
= অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য =

সহকারী

পরিচালনায় : চন্দ্রশেখর বসু ও কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পে : কেষ্ট হালদার এবং প্রভাকর হালদার
শব্দানুলেখনে : রণজিৎ দত্ত
সুর-সংযোজনায় : হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনায় : দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়
সংলাপ রচনায় : নিতাই ভট্টাচার্য্য
সেট-গঠনে : পুলিন ঘোষ ও অনাথ মৈত্র

পরিচয়

অনীতা	...	কানন দেবী
দিলীপ	...	ভানু ব্যানার্জ্জী
ভোলানাথ	...	অমর মল্লিক
ডাক্তার জগবন্ধু	...	শৈলেন চৌধুরী
মিঃ চক্রবর্ত্তী	...	ইন্দু মুখার্জ্জী
অলোক	...	জীবেন বসু
রেবা	...	জ্যোতি
অনীতা (ছোট)	...	কুমারী ছবিরাণী
অনীতার মাতা	...	হীরাবাঈ
মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী	..	রাজলক্ষ্মী
নীলকণ্ঠ	...	বীরেন দাস
গার্ড	...	শোর
এটর্ণী	...	সন্তোষ সিংহ

রেলওয়ে-ষ্টেশন দৃশ্যাদি
ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের
— সৌজন্যে —

তরুণের দল :

শৈলেন পাল, কানু বন্দ্যোঃ (এঃ)
জ্যোতিপ্রকাশ, নরেশ বসু
বীরেন বল, বোকেন চট্টো,
— বিনয় গোস্বামী —

প্রাচীনপন্থী পিতা এবং আধুনিকতার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত শিক্ষিত এবং কৃতবিদ্য পুত্র।

উভয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিল যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া, পরিণামে তাহাই পিতা-পুত্রকে তফাৎ করিয়া দিল।

এটর্ণী পিতার ইচ্ছা, তাঁহার একমাত্র বংশধর দিলীপ আইন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া, তাঁহারই মত সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। কিন্তু পিতা ভোলানাথের প্রস্তাবে, দিলীপের আধুনিক মন সায় দিল না। সঙ্গীত-বিলাসী পুত্র—আজীবন গীত-বাদ্যের চর্চ্চা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ইহাই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র কামনা।

পিতার সহিত বিবাদ করিয়া লাভ নাই। যুক্তি অপেক্ষা সংস্কার যেখানে প্রবল, সেখানে দিলীপের কোন মতই টিকিবে না।

অবশেষে অভিমানী পুত্র কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন গৃহত্যাগ করিল।

পিতার বুকে শেলের মত বিঁধিল সেই বিচ্ছেদ-বেদনা। প্রিয়তম পুত্রের অদর্শনে ভোলানাথের অন্তর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িল। জীবন তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া নিদারুণ দুশ্চিন্তা এবং নিরাশার মধ্যে তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অবশেষে ভোলানাথের বাল্যবন্ধু ডাক্তার জগবন্ধু দিল তাহাকে বাঁচিয়া থাকিবার মত অবলম্বন। তাহারই প্রচেষ্টায় ভোলানাথ লাভ করিল অনীতাকে।

দুঃস্থ পরিবারের একটি বালিকা—বয়স তাহার সাত কি আট।

ভোলানাথ তাহাকে নিজ কন্যাজ্ঞানে লালনপালন করিতে লাগিল।

আজকাল ভোলানাথও উপলব্ধি করে, সঙ্গীতের উপর এই মেয়েটিরও দিলীপের মত অনুরাগ। পিয়ানোর ধারে অনীতাকে দেখিলে ভোলানাথের মনে পড়ে দিলীপের কথা। মনে পড়ে, নির্ম্মমভাবে আঘাত করিয়া একদিন সে প্রিয় পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছাকে খর্ব্ব করিয়া, তাহাকে গৃহহারা করিয়াছে। নিজের উপর তাহার আসে ঘোরতর বিতৃষ্ণা।

এমনি করিয়া দশটি বৎসর কাটিয়া যায়···

সেদিনের ক্ষুদ্র বালিকা আজ সপ্তদশী তন্বী। অনীতার দেহে আজ রূপ আর ধরে না। ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মধ্যে, ভোলানাথের অপরিমিত স্নেহে ও সম্পূর্ণ আধুনিকতার আবহাওয়ায় সে মানুষ হইয়াছে।

যে স্বাধীনতার অভাবে দিলীপ করিল গৃহত্যাগ, সেই স্বাধীনতাই দিল কুমারী অনীতাকে অপরিমিত আনন্দ ও বিলাসের মধ্যে পথ চলিবার ইঙ্গিত। অনীতার জীবন-গঠনে ডাক্তার জগবন্ধুর কোন নির্দ্দেশই খাটিল না। নারী-জীবনের যে আদর্শ এই সদাশয় বন্ধুটি কল্পনা করিয়াছে—অনীতার জীবনধারা সে আদর্শের সহিত মিলিল না। আলোকপ্রাপ্তা, আধুনিক সমাজের মক্ষিরাণীর মত রূপসী অনীতার আজ স্তাবকের অভাব নাই। তাহারা রূপের পূজারী, গুণের নহে।

ব্যারিষ্টার সুপ্রিয় চক্রবর্ত্তীর সহিত কুমারী অনীতার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। সুপ্রিয় সঙ্গতিশালী পিতার বিলাসী পুত্র। কিন্তু এ বিবাহে জগবন্ধুর তেমন সম্মতি ছিল না।

ইতিমধ্যে রাঁচী হইতে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর আমন্ত্রণ পাইয়া অনীতা তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সেখানে ছুটিল—একটি চ্যারিটি শো'-তে গান গাহিবার জন্য। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর পুত্র অলোক ছিল অনীতার সহপাঠী। সুতরাং এ অনুরোধ পালন না করিয়া উপায় নাই।

'মিড্‌নাইট্ এক্সপ্রেস্'-এ স্বাধীনা অনীতা চলিয়াছে একাকিনী এক প্রথম শ্রেণীর লেডিজ্ কামরায়। হঠাৎ একটি ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িবার পর, সেই চলন্ত গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল এক অপরিচিত যুবক।

অনীতা জানিল না, এ সেই ভোলানাথের গৃহত্যাগী পুত্র—দিলীপ। নিয়তির নির্দ্দেশে সে পলাতক আজ এমন একজনের সম্মুখীন হইল, যে আজ তাহার পিতৃস্নেহের ভাগীদার হইলেও দিলীপের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

দিলীপ কি কারণে স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিয়াছিল তাহা খুলিয়া বলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পাইল না। অনীতার বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া অবশেষে সে 'এলার্ম কর্ড' টানিয়া, গাড়ী থামাইয়া, গার্ডের সহিত চলিয়া গেল।

অনীতার জুলুম—"আপনি এই দণ্ডে নেমে যান!"

দিলীপ জবাব দিল—"তাই হোক! এবং শুধু নেমেই যাব নয়, নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে না পারলে, পঞ্চাশ টাকা জরিমানা পর্য্যন্ত দেব।"

কিন্তু ইহাতেই প্রথম পরিচয়ের জের মিটিল না। সে দাম্ভিকা তরুণী, রাঁচীতে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর ভবনে পৌছিয়া যথাসময়ে আবিষ্কার করিল, তাহাদের ভাবী নাটকাভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ও শিক্ষক—গতরাত্রের ট্রেনে দেখা সেই ভবঘুরে যুবকটি। ক্রমশঃ সে জানিতে পারিল, এখানকার তরুণ-তরুণীর দল সকলেই তাহার গুণমুগ্ধ—দিলীপের একনিষ্ঠ ভক্ত।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে অনীতার কিছু সময় লাগিল। ইতি-মধ্যে সে আবিষ্কার করিল, তাহাকে লইয়া আজ আবার এখানকার তরুণদলের মধ্যেও ভ্রমর-গুঞ্জন সুরু হইয়াছে—সকলেই তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার জন্য লালায়িত। শুধু একজন মাত্র রহিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্ব্বিকার—সে তাহাদের দলপতি দিলীপ।

তাহার পর যেদিন চ্যাটার্জ্জী-নন্দন অলোকের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারী অনীতার সত্য পরিচয়—তাহার পিতার সহিত সম্বন্ধের কথা—দিলীপ জানিতে পারিল, সেদিন তাহার অশান্ত মনকে শান্ত করিতে কিছু সময় লাগিল।

তরুণ সম্প্রদায়ের উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দনের আতিশয্যে কুমারী অনীতা অস্থির হইয়া পড়িল। দিলীপের ইচ্ছা, অনীতাকে তাহার চলাফেরা সম্বন্ধে সে কিছু উপদেশ দেয়। মাঝে মাঝে কথা-কাটাকাটির মধ্য দিয়া একদিন যখন দিলীপ করিল অনীতাকে চরম আঘাত, অনীতা সেই মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিল, দিলীপ তাহাকে ভালবাসে। অনীতার প্রণয়প্রার্থী সুপ্রিয় তখনও তাহাকে লাভ করিবার আশায় সুদিনের প্রতীক্ষায় তাকাইয়া আছে!

ভোলানাথ সম্প্রতি অসুখে পড়িবার পর উইল করিয়াছে। অনীতার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা করে নাই।

জগবন্ধু বলে: "এ কী কোরলে?"

ভোলানাথ জবাব দেয়: "প্রাচুর্য্যই যখন তাকে নষ্ট করেছে, তখন কাজ কি ঐশ্বর্য্যে?"

ক্রমশঃ দিলীপের প্রতি অনীতার অনুরাগ সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাঁচীর তরুণ-সমাজ ইহাকে তাহাদের চরম পরাজয় বলিয়া গ্রহণ করিল। তাহারা সম্মিলিতভাবে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল।

অবশেষে সেই চরম মুহূর্ত্ত আসিল।

সুপরিকল্পিত, সুসজ্জিত রঙ্গালয়ে আজ তরুণ-সঙ্ঘের অভিনয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বেই প্রেক্ষাগৃহ ভরিয়া গিয়াছে জনতায়। দর্শকের কলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত। কুমারী অনীতাই এ অনুষ্ঠানের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। দর্শকের অন্তর আজ ঔৎসুক্যে চঞ্চল—এই মেয়েটিকে চাক্ষুষ দেখিবার জন্য, তাহার অমৃত-কণ্ঠের গান শুনিবার জন্য।

কিন্তু অভিনয়-সাফল্যের পথে আজ ঘটিল বিরোধ। দিলীপকে অপদস্থ করিবার জন্য শেষ মুহূর্ত্তে তরুণের দল বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেও, পরম আত্মপ্রত্যয়ী দিলীপ সেদিন যে কি কৌশলে সেই উন্মত্ত জনতাকে বশে আনিয়া কার্য্য উদ্ধার করিল, ছবির পর্দ্দায় আপনারা তাহার পরিচয় পাইবেন।

দিলীপের আন্তরিকতার কাছে তরুণ দলের এই নিষ্ঠুর অভিযান পরাজয় স্বীকার করিল।

তাহার পর আসিল বিদায়ের পালা।

এতদিনে দিলীপ ও অনীতা উভয়েই বুঝিয়াছে, ভগবানের নির্দ্দেশে তাহাদের বন্ধন আজ আর ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু বাধা যে অনেক—কেমন করিয়া দিলীপ পিতার কাছে ফিরিয়া যাইবে, কোন্ মুখে সে চাহিবে তাহাদের ভাবী-মিলনে পিতার অনুমতি!

ঠিক এই সময়ে ভোলানাথের অসুখের কথা শুনিয়া অনীতা রওনা হইল কলিকাতা অভিমুখে। আসিয়া দেখিল, ভোলানাথ নাই—ভগবান তাহাকে দৈহিক ও মানসিক, সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিয়া নিজের কোলে টানিয়া লইয়াছেন। উইলের নির্দ্দেশমত অনীতা জানিল পিতা তাহার জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই।

সামনে ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে দেখিল—সব অন্ধকার! হয়ত এ সময় দিলীপ কাছে থাকিলে একটা অবলম্বন সে খুঁজিয়া পাইত।

বোধ হয়, দিলীপ পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়াছে—কিন্তু সে হৃদয়হীন কি একটি দিনের তরেও ফিরিয়া আসিল?

—গান—

—১—

(ভানু ব্যানার্জ্জী)

আমার এ গান পায়কি তোমার চরণতল ?
ও আমার শত-সুধার শতদল,
যে-সুর লভি উষার দ্বারে,
হারাই যে সুর অস্তপারে,
সে সুর আমার গন্ধ তোমার
কোন্ মিলনে ছল ছল ?

(আমার) সকল জীবন ফুট্‌লো এবার
একটি গানে,
(আমার) পরম প্রকাশ হলো আজি
তোমার পানে।

দীনতা মোর কি গৌরবে
ধন্য হলো কি সৌরভে,
ভ্রমর পেলো পথের দিশা,
পেলো তৃষার পরিমল।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

—২—

(কানন দেবী)

বারে বারে পেয়েছি যে তা'রে
চেনায় চেনায় অচেনারে।

যারে দেখা গেল তারি মাঝে
না দেখারি কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে
চ'লেছি তাহারি অভিসারে।

অপরূপ সে-যে রূপে রূপে
কী খেলা খেলিছে চুপে চুপে।
কানে কানে কথা উঠে পুরে'
কোন্ সুদূরের সুরে সুরে,
চোখে চোখে চাওয়া নিয়ে চলে
কোন্ অজানারি পথ পারে।

—রবীন্দ্রনাথ

—৩—

(কানন দেবী)

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়,
মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়,
তবে কার লাগি' মিথ্যা এ সজ্জা ॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ,
দহে অন্তরে নির্ব্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্ম্মে-যে ক্রন্দন, তন্বি।
মাল্য-যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা-যে কণ্টক-শয্যা,
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির-বিচ্ছেদ-জর্জ্জর মজ্জা।

—রবীন্দ্রনাথ

—৪—

(কোরাস্)

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌বো আমি,
দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌বো না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে,
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে-অন্তহীন প্রাণ।
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে,
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে,
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

—রবীন্দ্রনাথ

—৫—

(কানন দেবী)

কোন প্রভাতের মনের রঙে পথের ধূলি রাঙা।
হেথায় নাকি ওঠে রাতে আধখানি চাঁদ ভাঙা॥
পাহাড় পরে আলোর মুকুট, মেখে সোনার লেখা।
হেথায় নাকি মন হারালে পায়না মনের দেখা॥
পথের বাঁকে নূতন পথের সুরু

না-পাওয়াকে পাওয়ার আশায় হিয়া দুরু দুরু।
পাতার বাঁশী বাজায় বসি পাহাড়িয়া কোন ছেলে,
ফুলের গন্ধে মেখে বাতাস একটি নিঃশ্বাস যায় ফেলে।

এগিয়ে চলার ছন্দ
আমায় দিল আনন্দ,
এই তো ভালো বিলিয়ে দেওয়া,
হারিয়ে যাওয়া রিক্ত হ'য়ে,
যাবার সময় ঝরা বকুল, সে বারতা যারে কয়ে।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

—৬—

(কোরাস্)

"তোমার বাস কোথা-যে, পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে ?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে"।
"আমার বাস কোথা-যে জানো না কী,
শুধাতে হয় সে কথা কী,
ও মাধবী, ও মালতী" ?
"হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে ?"
"মনে করি আমার তুমি
বুঝি নও আমার।
বলো, বলো, বলো, পথিক,
বলো তুমি কার ?"
"আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিন্‌তে পারে,
ও মাধবী, ও মালতী !"
"হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে !"

—রবীন্দ্রনাথ

—৭—

(কানন দেবী)

সে নিল বিদায়
না-বলা ব্যথায়
আমি ছিনু অভিমানে
রজনীগন্ধা জানে,

সে কেন তাহারে
সাবিল না হায়!
ছিল মোর চোখে জল
দেখিনি যাবার আগে,
যুঁথি কেন কহিল না—যেওনা,
যেওনা, শপথ লাগে।
পথে তৃণদল ছিল
সে কেনরে যেতে দিল,
ফুটিলনা কেন নিঠুরের পায়।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

—৮—

(বিনয় গোস্বামী)

বিলিয়েদেরে সকল পুঁজি দুহাতে
দেরে আপনারে।
দিন গেল তোর লাভের হিসাব মিলাতে,
কি লাভ পেলি তায়?
সব হারাতে কেন রে তোর ভয়?
তার মাঝে রয় চরম পাওয়া পরম সঞ্চয়
শূন্য হয়ে পূর্ণ হবি দেবার সুযমায়।
একলা বাঁচা নয়রে বাঁচা—
ওরাই যদি মরে,
একটি প্রাণের তুই যে কণা
ওদের সাথে বাঁধা চিরতরে।
শতদলের তুইরে একটি দল—
ওরাই যদি যাবে ঝরে, বাঁচবি কিসে বল?
দীপান্বিতার একটি যে দীপ,
নিভলে সবাই সেও নিভে যায়—
দেরে আপনারে, বিলিয়ে দেরে আপনায়।

—অজয় ভট্টাচার্য্য

——

১৭২নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও
জি, সি, রায় কর্ত্তৃক ৮৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
জুভেনাইল আর্ট প্রেস হইতে মুদ্রিত।